গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ

বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রস্তাবিত "যমুনা রিভার ইকোনমিক করিডোর উন্নয়ন (নেভিগেশনাল চ্যানেল উন্নয়ন, ১ম পর্যায়)"-শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের নামঃ যমুনা রিভার ইকোনমিক করিডোর উন্নয়ন (নেভিগেশনাল চ্যানেল উন্নয়ন, ১ম পর্যায়)

১। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থা** :
(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।

২। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ** : জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬ পযর্ন্ত।

৩। **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)** :
মোট : **৬১৩০০.১৬**
জিওবি : ১০৪০৫.৬৮
প্রকল্প সাহায্য : ৫০৮৯৪.৪৮ (বিশ্ব ব্যাংক IDA)
নিজস্ব তহবিল : ০.০০
অন্যান্য : ০.০০

৪। **প্রকল্পের অর্থায়নের** ধরণ **ও উৎস (লক্ষ টাকা)** :

অর্থায়নের প্রকৃতি	জিওবি (বৈঃ মুদ্রা)	বিআইডব্লিউটিএ'র নিজস্ব (বৈঃ মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য	মোট	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১	২	৩	৫	৬	৭
(ক) ঋণ	-	-	৫০৮৯৪.৪৮* (৫০৮৯৪.৪৮)	৫০৮৯৪.৪৮* (৫০৮৯৪.৪৮)	IDA
(খ) অনুদান	১০৪০৫.৬৮ (০.০০)	-		১০৪০৫.৬৮ (০.০০)	
(গ) ইকুইটি	-	-	-	-	
(ঘ) অন্যান্য	-	-	-	-	
মোট	১০৪০৫.৬৮ (০.০০)	-	৫০৮৯৪.৪৮ **(৫০৮৯৪.৪৮)**	৬১৩০০.১৬ **(৫০৮৯৪.৪৮)**	

(*) প্রকল্প সাহায্যর উৎসঃ আইডিএ হতে জিওবি লোন কিন্তু বিআইডব্লিউটিএ'তে তা অনুদান হিসেবে প্রস্তাবিত

৬। ২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অবস্থান ও বরাদ্দঃ ২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

৭। প্রকল্পের পটভূমিঃ

যমুনা বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদীর একটি । এটি ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রধান শাখা। নদীটির প্রশস্ততা ৩ কিঃ মিঃ থেকে ২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত, তবে এর গড় প্রশস্ততা প্রায় ১০ কিঃ মিঃ। বাস্তবে যমুনা একটি চর সৃষ্টিকারী নদী। কয়েকশত মিটার থেকে কয়েক কিঃ মিঃ প্রশস্ততা বিশিষ্ট বিশাল আকৃতির চর এবং সর্পিলাকৃতির বিভিন্ন প্যাটর্নের প্রবাহ খাত নিয়ে যমুনা নদী গঠিত। চরগুলো বর্ষা মৌসুমে ডুবে যাওয়ার ফলে নদীটি একটি একক নদীতে পরিণত হয়। প্রবাহিত পানি ধারণ করার পর্যাপ্ত জায়গা না থাকার কারণে বন্যার সৃষ্টি হয়। নদী, নালা, খাল-বিল সমৃদ্ধ এ ব-দ্বীপের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব-দ্বীপ ২১০০ প্রণয়ন হয়েছে। এ ব-দ্বীপ বিনিয়োগ পরিকল্পনার অন্যতম প্রকল্প হচ্ছে Integrated Jamuna Rivers Stabilization and Reclamation প্রকল্প। এ প্রকল্পটি অর্থায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংককে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংক IWM সহায়তায় একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে "Jamuna River Economic Corridor

Development Project" শীর্ষক একটি মেগা প্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। এটি মোট ১০ বছরে ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। যমুনা নদীকে সঠিক শাসনপূর্বক পুনরুদ্ধার করে একটি নতুন অবয়ব প্রদান করা হবে, যাকে ঘিরে ঘটবে ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় বর্ণিত Multi Sectorial Approach এবং Adaptive Delta Management কৌশলের সাথে প্রস্তাবিত এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কৌশলের সঙ্গতি রয়েছে। প্রস্তাবিত "Jamuna River Economic Corridor Development Project" শীর্ষক প্রকল্পের পাঁচটি কম্পোনেন্ট এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- ❖ তীর সংরক্ষণ এবং নদীর শাসন;
- ❖ নেভিগেশন চ্যানেল উন্নয়ন;
- ❖ দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন;
- ❖ প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও প্রকল্প পরিচালনা;

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড "তীর সংরক্ষণ ও নদীর শাসন" এবং বিআইডব্লিউটিএ "নেভিগেশন চ্যানেল উন্নয়ন" বাস্তবায়ন করবে। "নেভিগেশন চ্যানেল উন্নয়ন" অংশের সমীক্ষা কাজ এবং প্রকল্প প্রস্তাব তৈরীর লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক (IMDC-TRACTEBEL নামক) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি খসড়া **"**যমুনা নদীর ইকোনমিক করিডোর উন্নয়ন (নেভিগেশনাল চ্যানেল উন্নয়ন-১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হবে।

উপরের আলোকে IMDC- TRACTEBEL নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের আলোকে **"**যমুনা নদীর ইকোনমিক করিডোর উন্নয়ন (নেভিগেশনাল চ্যানেল উন্নয়ন-১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ৬১৯৫৯.০০ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়। প্রকল্পটির উপর গত ০১.০২.২২ তারিখে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প যাচাই কমিটির সুপারিশের আলোকে ৬১৩০০.১৬ লক্ষ টাকায় প্রকল্পটি পূনঃগঠন করে গত ২৭.০৪.২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ (বঙ্গবন্ধু সেতু) হতে দৈখাওয়া পর্যন্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক নৌচলাচল বৃদ্ধির জন্য কাঠামোগত এবং কার্যকরী ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ➢ নৌ-চলাচল সহায়ক সরঞ্জামাদি সরবরাহ, স্থাপন এবং পরিচালন
- ➢ রিভার ইনফরমেশন সিস্টেম (RIS) সরবরাহ, স্থাপন এবং পরিচালন
- ➢ ২টি হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ভেসেল, ৩টি বয়া হ্যান্ডেলিং ভেসেল এবং ৫টি ফাষ্ট ট্রানজিট ভেসেল ক্রয়
- ➢ ১টি প্রোটোটাইপ সেলফ প্রোপেল্ড বার্জ ক্রয়
- ➢ ২টি প্রোটোটাইপ ভাসমান জেটি ক্রয়
- ➢ ২য় পর্যায়ের ড্রেজিং এর পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা ও অন্যান্য কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ বিবিধ পরামর্শ সেবা